ANTORJATIK PATHSALA

ISSN 2230-

চিন্তাভাবনার সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত এখন বাংলা ভাষায়

আন্তর্জাতিক পাঠশালা

জানুয়ারি- মার্চ ২০২১

সত্যজিৎ ১০০

A Non-conventional Multi-disciplinary Quarterly Journal in Bengali Language
A Peer-Reviewed Journal

ANTORJATIK PATHSALA
Vol. X : Issue 1 : January- March, 2021
E-Journal Edition- Number: 3

স্বত্ব: 'পাঠশালা প্রোডাকসন্স'-এর পক্ষে কপোতাক্ষী সুর

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই পত্রিকার কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমেও প্রতিলিপি করা যাবে না। এই পত্রিকায় প্রকাশিত যেকোনো লেখা অন্যত্র বই আকারে প্রকাশ করতে হলে লেখকদের স্বত্বাধিকারী বা প্রকাশকের লিখিত অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম মুখোপাধ্যায়, ভাস্বতী দাস, দীপেন্দ্রনাথ দাস, রাখী মিত্র এবং সঞ্চিতা বসু

সহযোগিতায় : সুব্রত কুমার দে

কারিগরি সহযোগিতায়

সুব্রত সাঁতরা

মুদ্রক

সুব্রত সরকার

সম্পাদকীয় দপ্তর

সোনার তরী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট এ, ২৩ + ২৪, শেখপাড়া লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০৪

যোগাযোগ

চলভাষ: 90076 74123 / 94331 46480

বৈদ্যুতিন ডাক: antorjatikpathsala@gmail.com

ফেস বুক: antorjatikpathsala

ওয়েবসাইট : http://www.antorjatikpathsala.com

প্রচ্ছদ, নামাঙ্কন ও অঙ্গসজ্জা

শুভেন্দু দাশমুন্সী

বিনিময় মূল্য

১৫০ টাকা

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয়।

সাহিত্যচর্চা

অপূর্ব সাহা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক কাব্য । 1

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যবিত্তের সংকট: সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটোগল্প। 9

বিশ্বজিৎ রায়

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় শৈশব স্মৃতি মেদুরতা । 15

লোকসংস্কৃতিচর্চা

নন্দিনী সঞ্চারী

'রায়মঙ্গল' ও 'বনবিবির জহুরানামা' : একটি তুলনামূলক আলোচনা। 18

ইতিহাসচর্চা

অমিত রায়

হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন এবং ভগৎ সিং। 29

চলচ্চিত্রচর্চা

অনিশ রায়

শতবর্ষে চলচ্চিত্র : শত জলঝর্ণার ধ্বনি। 47

দুগ্গা দুগ্গা

চৈতালী ব্রহ্ম

অরণ্যসূক্ত পালামৌ। 61

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সত্যজিৎ : ১০০

মানস ঘোষ

সত্যজিতের গল্পপাঠ : বিজ্ঞানের মজুত আর বিস্ময়ের দুনিয়া । 75

ঋত্বিক মজুমদার

সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে মিনিমালিজম । 79

সোমদত্তা ঘোষ কর

সত্যজিৎ রায় ও প্রোফেসর শঙ্কু : এক যুগলবন্দি । 82

অরিন্দম দাশগুপ্ত

ব্রাত্য ফেলু । 86

পিনাকী মাইতি

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি সাহিত্যে ও চিত্রকাহিনিতে : একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন । 95

ঋষিগোপাল মণ্ডল

রায়বাবু, ক্যামেরা স্নেহে ও কাশবনের সেই দৃশ্য । 102

সুব্রত কুমার দে

বিভূতিভূষণের নবনির্মাণ : প্রযত্নে সত্যজিৎ । 108

সংগ্রাম চ্যাটার্জী

ফ্যান্টাসির বিস্ফোরণ : সত্যজিতের কিশোর সাহিত্য । 122

—

সত্যজিৎ রায় ও প্রোফেসর শঙ্কু : এক যুগলবন্দি

প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর কল্পবিজ্ঞান নির্ভর কাহিনির ভেতরে
ভ্রমণ করলেন, সন্ধান করলেন, **সোমদত্তা ঘোষ কর**।

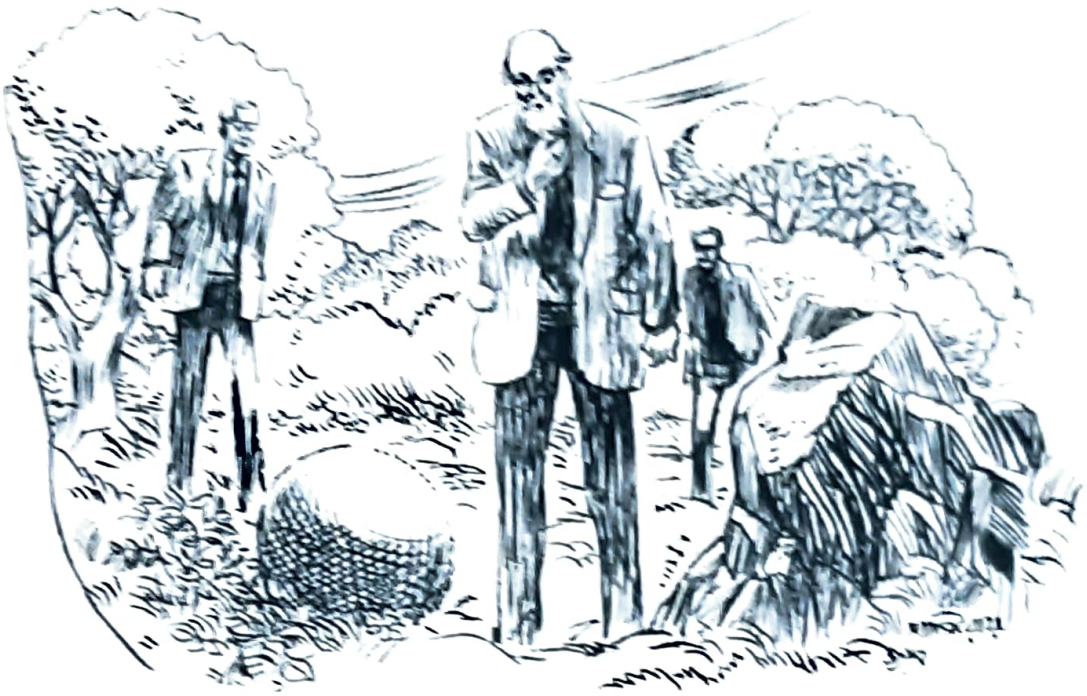

১৯৬১ সালের মে মাস, সত্যজিৎ রায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় বন্ধ হয়ে যাওয়া তাঁর পারিবারিক পত্রিকা সন্দেশকে পুনরায় নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করলেন। সন্দেশ-এর সম্পাদনা সূত্রে সাহিত্যসাধনাতেও নিয়োজিত হলেন তিনি। তাঁর প্রথম মৌলিক গল্প প্রকাশিত হয় ১৩৬৮তে পত্রিকার ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম সংখ্যা জুড়ে - নাম 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি', যা কালের নিক থেকে ফেলুদা কাহিনিরও আগে। সেপ্টেম্বর মাসে এই পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে বিশ্বখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর। বা বলা যায় তাঁর লেখা ডায়েরির প্রথম সন্ধান মেলে। আর প্রোফেসর শঙ্কুর হাত ধরেই বাংলা কল্পবিজ্ঞান শাখায় প্রবেশ করেন সত্যজিৎ রায়। বাঙালি পাঠক পায় এক নতুন আঙ্গিকের কল্পবিজ্ঞান কাহিনি। সত্যজিৎ রায়ের শতবর্ষে শঙ্কুর প্রথম গল্প পর্যালোচনা করে দেখা যাক সত্যজিৎ রায় ও প্রোফেসর শঙ্কুর যুগলবন্দি কোনো নতুন বিজ্ঞানধর্মী কল্পকাহিনীর সন্ধান দেয়, যার মধ্যে ধরা পড়ে এক 'সিনেম্যাটিক ভিউ'।

শঙ্কুর অভিযানের প্রথম ডায়েরি হল 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'। সেখানে উত্তমপুরুষে লেখক সত্যজিৎ রায় জানান তাবক চাটুজ্যের মাধ্যমে শঙ্কুর ডায়েরি তাঁর কাছে আসে সম্পাদকীয় দপ্তরে। এই ডায়েরি পাওয়া গিয়েছিল সুন্দরবনের মাথাভিয়া অঞ্চলে। লেখক আগে থেকে জানতেন যে তিনি বৈজ্ঞানিক। লেখক বলেন যে প্রোফেসর শঙ্কু বহুর পনেরো নিরুদ্দেশ। কেউ বলেন তিনি নাকি এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে প্রাণ হারান। আবার এটাও শুনেছেন যে তিনি নাকি জীবিত। ভারতবর্ষে

গোপনে আসতেন অসময়ে যা মনে দিয়ে নিজের কাজ করতেন। তার লেখা ডায়েরি বিস্ময়কর যা লেখকের কাছে যখন দেখা যায় খাতার লেখার কালির রং নিজে থেকে সবুজ থেকে হয়েছে লাল, তারপর নীল থেকে হলদে। আরো দেখেন খাতা আগুনের পোড়ে না, খাতার কাগজ বানানোর মতো। লেখকের ভাষায় "সেই দিন ই রাতে ঘুমটুম ভুলে গিয়ে ডিনটো আগাগোড়া পড়া শেষ করলাম। যা পড়লাম তা তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এ সব সত্যি কি মিথ্যে, সম্ভব কি অসম্ভব, তা তোমরা বুঝে নিও। 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' ১৯৬১ র সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর এই তিন মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল *সন্দেশ* পত্রিকায়। যদিও ডায়েরির শেষে লেখক জানিয়ে দেন শেষ পর্যন্ত ডায়েরিটা অক্ষত ছিল না। ডায়েরিটা কাপ করে রেখে দেওয়ার পর তাক থেকে নামাতে গিয়ে দেখা যায় ডায়েরির পাতার কিছু গুঁড়ো আর লাল মলাটের কিছু অংশ তাকের উপর আছে। ন খালেক বুঝতে ডেঁয়ো পিঁপড়ে পুরো খাতাটাই খেয়ে ফেলেছে। এইভাবে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে প্রোফেসর শঙ্কুর। শঙ্কুর জনপ্রিয়তা ও পাঠকের চাহিদা লেখককে দিয়ে লেখায় দ্বিতীয় কাহিনি 'প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়'। এর ভূমিকা থেকে জানা যায় শঙ্কু সম্পর্কিত আরো নতুন তথ্য। এই গল্পেই শঙ্কু সিরিজের সূত্রটিও বেঁধে দেন লেখক। শঙ্কুর বাড়ির সন্ধান ও ল্যাবরেটরির খোঁজ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় একুশখানি ডায়েরির সন্ধান। সেখানে আছে পৃথিবীর ২১টি জায়গায় অভিযানের কাহিনি। এরপরে পাওয়া যায় আরো কয়েকটি ডায়েরি। সবকটি মিলিয়ে ৩৮টি সম্পূর্ণ ডায়েরি ও ২টি অসম্পূর্ণ ডায়েরি। প্রত্যেকটা ডায়েরি শুধু কল্পবিজ্ঞান কাহিনির বর্ণনামাত্র নয়, ভ্রমণকাহিনী, ভিস্যুয়ালাইজেশন, আন্তর্জাতিক বাঙালির মানবদরদী ভূমিকা, অলঙ্করণ, চলচ্চিত্রধর্মীতার মেলবন্ধন এই শঙ্কুর অভিযানাত্মক ডায়েরিগুলি। আলোচ্য শঙ্কু কাহিনির প্রথম গল্প 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' নিয়ে আলোচনা করার আগে সত্যজিৎ রায়ের ভাবনা প্রোফেসর শঙ্কু সম্পর্কে, প্রোফেসর শঙ্কুর জীবন ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য সে বিষয়ে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাঠকের জানা দরকার।

সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রফেসর শঙ্কুর ডায়েরি রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন পিতা সুকুমার রায়ের লেখা 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি' থেকে। সুকুমার রায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আর্থার কোনান ডয়েলের 'দ্য লস্ট ওয়ার্লড' উপন্যাস থেকে। সুকুমারের কাহিনি খায় পুরোটাই হাস্যময় বিজ্ঞান অভিযান।কিন্তু শঙ্কু কাহিনি'তে সিরিয়াস বিজ্ঞানমনস্কতা ও বাস্তবতার সঙ্গে যোগ আছে। 'দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড'এর প্রোফেসর চ্যালেঞ্জার, হেশোরাম হুঁশিয়ার ও প্রোফেসর শঙ্কু এই তিনজনেই তাঁদের অভিযানের বর্ণনা দিয়েছেন ডায়েরির আকারে। তাঁদের অভিযানে বর্ণিত হয়েছে অজানা দেশ, অজানা প্রাণী প্রভৃতির কথা। তিনটি চরিত্রই উজ্জ্বল।

সাধারণভাবে বলা যায় কল্পবিজ্ঞান হল কাল্পনিক বিজ্ঞান। এখানে কল্পনা প্রাধান্য পায় বেশি। "

> কল্পবিজ্ঞান আধুনিক কল্পসাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা বা শ্রেণী, যাতে ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এবং মানব সভ্যতাকে কেন্দ্র করে পটভূমি রচনা করা হয়।.......ইংরেজিতে একে"সাইন্স ফিকশন" বলা হয়। (উইকিপিডিয়া)

*কল্পবিশ্ব*পত্রিকায় সত্যজিৎ রায় কল্পবিজ্ঞান বিষয়ে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে সম্পাদক রূপে *সন্দেশ*কে feed করার জন্য তিনি ভেবেছিলেন লিখতেই হবে। প্রথম গল্পই ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প সেটা হচ্ছে 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'।

> তারপর আমার মনে হলো যে এই শঙ্কু ধরনের একটা চরিত্র,,,ডায়েরি form টার কথা মনে হলো যে এটা হতে পারে,,,এবং এটা বোধহয় subconsciously আমার খানিকটা কাজ করেছিল হেঁসোরাম হুঁশিয়ারের ডায়রি...আমার বাবার লেখা, সেটা আমার ভয়ানক একটি প্রিয় লেখা,,,,সেটাতেই উনি Conan Doyle এর Lost World বা অজ্ঞাত জগতকে নিয়ে একটু ঠাট্টা করেছিলেন।......তা আমারও প্রথম যেটা শঙ্কু, যেটা 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি', তার মধ্যে এই মেজাজটা বর্তমান। শঙ্কু যদিও ডায়রি লিখছে এবং আপাতদৃষ্টিতে তাকে সিরিয়াস বলে মনে হবে, কিন্তু তাঁর প্রথম যে invention, যে নস্যাস্ত্র ... snuff gun ..... নস্যির বন্দুক, সেটা মারলে মানুষকে কতবার যেন ... হাঁচাতেনবার হাঁচতে হবে ... এই ধরনের কতগুলো ব্যাপার ছিলো। তা সেইটা লেখার পরে কিনতু ক্রমে ক্রমে শঙ্কু সিরিয়াস হয়ে গেছে।কেননা ওইটা লেখার পরে আমি ভীষণভাবে বিজ্ঞানসংক্রান্ত কাগজপত্র বইপত্র পড়তে আরম্ভ করলাম ... একটা ভীষণ নেশা চাপল, Asimov বলুন, Arther Clarke বলুন, Bradbury,

> তারপর Theodore Sturgeon ইত্যাদি বিদেশের যারা নামকরা লেখক তাদের লেখাও ভীষণ পড়তে আরম্ভ করলাম। এবং তারপরে কতকগুলো science fiction এর একেবারে প্রধান মূল বিষয়বস্তু বা Theme কতকগুলো আছে, সেগুলো একটার পর একটা ধরে ধরে আমি শঙ্কুর মধ্যে দিয়ে সেগুলো ব্যবহার করতে লাগলাম। (সাক্ষাৎকার,১৯৮২,আকাশবাণীর পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন ডঃ অমিত চক্রবর্তী ও সাহিত্যিক সঙ্কর্ষণ রায়।)

প্রোফেসর শঙ্কু র আসল নাম ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু। ডাকনাম তিলু। পিতার নাম ঈশ্বর ত্রিপুরেশ্বর শঙ্কু। পিতামহের নাম ঈশ্বর বটুকেশ্বর শঙ্কু। শঙ্কুর জন্মদিন ১৬ জুন। তাঁর উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। মাথাজোড়া টাক। গায়ের রঙ ফরসা। তাঁর বাসস্থান বিহারের গিরিডিতে, উশ্রী নদীর ধারে। গিরিডিতে থাকলে প্রতিদিন ভোরে ওঠেন, উশ্রী নদীর ধারে প্রাতঃভ্রমণ সারেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রিতে ডবল অনার্স নিয়ে বি.এস সি পাশ। ৬৯টা ভাষা জানেন। তাঁর পরিচিতি আবিষ্কারক হিসেবে। তাঁ র উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আবিষ্কার হল মিরাকিউরল, অ্যানাইহিলিন, সমনোলিন, এয়ারকন্ডিশনিং পিল, লিঙ্গুয়াগ্রাফ ইত্যাদি। তাঁর বিজ্ঞানচর্চায় আরাধ্য হলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। তিনি নির্লোভ, মানবতাবাদী, সৎ, আত্মভোলা, বাঙালি বৈজ্ঞানিক। পদার্থবিদ্যার সাথে প্রাণীতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, আয়ুর্বেদশাস্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। বিশ্বসাহিত্যের ধারণা, গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কেও সম্যক ধারণা আছে। কলকাতার সঙ্গে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানী, মিশর, সুইডেন, সমুদ্রের মধ্যে অজানা দ্বীপ ইত্যাদি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। বাড়িতে তাঁর সঙ্গী চাকর প্রহ্লাদ এবং বেড়াল নিউটন। শঙ্কুর অবৈজ্ঞানিক সঙ্গী গিরিডির শ্রী অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এবং মাকড়দহর শ্রী নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। এঁরা মাঝেমাঝে শঙ্কুর অভিযানের সঙ্গী হয়েছেন। ইংল্যান্ডের জেরেমি সন্ডার্স ও জার্মানির উইলহেলম ক্রোল শঙ্কুর প্রিয় বন্ধু। শঙ্কুর প্রথম ডায়রি 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' এবং শেষ ডায়রি' ড্রেক্সেল আইল্যান্ডের ঘটনা' (অসমাপ্ত)। পুজাবার্ষিকী আনন্দমেলায় ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। শঙ্কু কাহিনির লেখক প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু।

মহাকাশ অভিযানমূলক গল্প হল 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'টি। প্রোফেসর শঙ্কুর অভিযানমূলক প্রথম ডায়রি 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'। গল্পটি শুরু হয়েছে তারক চ্যাটার্জীর সম্পাদকীয় দপ্তরে আনা শঙ্কুর একটি ডায়রি দিয়ে। একটি উল্কার গর্তের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল নিরুদ্দিষ্ট বিজ্ঞানীর এই ডায়েরি যার কালির রং ঘন ঘন বদলায়, যার কাগজ ছেঁড়ে না, পোড়ে না। সম্পাদক ডায়েরি থেকে জানতে পারেন যেপ্রতিবেশী অবিনাশ বাবু দ্বারা বিদ্রূপ সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক শঙ্কু মঙ্গলগ্রহে অভিযান করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। অবিনাশবাবুর মুলোর ক্ষেত পরীক্ষামূলক প্রথম রকেটটি নষ্ট করলেও খুব তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় রকেট যোগে ১৩ জানুয়ারি ভোরে চাকর প্রহ্লাদ, বিড়াল নিউটনকে নিয়ে ভোর পাঁচটায় নিজের তৈরি করা রকেট 'বিধুশেখর'এ চেপে প্রোফেসর শঙ্কু মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল দূরবিন, ক্যামেরা, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। খাবার সামগ্রী হিসেবে ছিল শঙ্কু ও প্রহ্লাদের জন্য 'বাটিকা ইন্ডিকা', নিউটনের জন্য 'ফিশ পিল'। অভিযনের সময় প্রহ্লাদ রামায়ণ পড়ে সময় কাটায়, বিধুশেখর বাংলা শিক্ষা করে শঙ্কুর কাছে এবং একসময় সে ডি.এল.রায়ের বিখ্যাত গান 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' নিজের ভাষায় গেয়ে ওঠে 'ঘড়ো ঘঅাংঙ কুঁক্ক ঘঙা'। ২৫ জানুয়ারি দূরবিন দিয়ে মঙ্গলগ্রহকে দেখেন বাতাবিলেবুর মতো লাগছে।

অবশেষে মঙ্গলে পৌঁছে তাঁরা অনুভব করেন সেখানকার গাছপালা,পাথর সব নরম রবারের মতো। আকাশর রঙ সবুজ,ঘাস,গাছপাতার রঙ নীল,নদীর জল লাল।আকাশ থেকে দেখতে লাল সূতোর মত লাগে।কিন্তু সেখানে নেমে তাঁরা বিপদের সম্মুখীন হন।এক আশ্চর্যজনক জন্তুর দল,মঙ্গলীয় সৈন্যরা তাঁদের তাড়া করে।তাদের মুখে বিকট শব্দ 'তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি!'।সেখান থেকে কোনক্রমে রকেটে করে পালিয়ে তাঁরা পৌঁছে যান এক অজানা গ্রহ 'টাফা'য়। এই গ্রহর বর্ণনা- "টাফার সর্বাঙ্গে যেন অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে। সেই আলোয় আমাদের কেবিন ও আলো হয়ে গেছে।" এখানে থাকা প্রাণীদের কাছ থেকে অভ্যর্থনা পেয়েছেন। সেখানে গাছপালা নেই, ঘরবাড়ি নেই, আছে অনাবিল আনন্দ। এরা পিঁপড়ে জাতীয় অতিকায় প্রাণী। বিধুশেখরের কছ থেকে জানা যায় সৌরজগতের প্রথম সভ্য লোকেরা নাকি এখানে বাস করে। ওরা প্রত্যেকেই বৈজ্ঞানিক এবং এত বুদধিমান একত্র হওয়ায় তাদের অসুবিধা হচ্ছে, তাই অন্য গ্রহ থেকে একটি কমবুদ্ধি লোক বেছে নিয়ে টাফায় আনিয়ে বসবাস করাচ্ছে। যদিও সে কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।শঙ্কু বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা করতে তাদের সঙ্গে নারাজ হওয়ায় রেগে গিয়ে শঙ্কু তাদের উপর নিজস্ব উদ্ভাবন নস্যাস্ত্র প্রয়োগ করেন। কিন্তু কিছু লাভ

হয় না, তারা হাঁচতেই শেখেনি। ডায়েরি এখানেই শেষ। আর গল্পের শেষে জানা যায় এই অক্ষয়, অবিনশ্বর ডায়েরিটি শ'খানেক ডেঁয়ো পিঁপড়ে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে।

এই ডায়েরিতে শঙ্কু'র উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আবিষ্কার হল স্নাফ গান বা নস্যাস্ত্র, রোবট বিধুশেখর, বটিকা ইন্ডিকা, ফিশ পিল, মহাভারতের জৃম্ভনাস্ত্র থেকে আইডিয়া পেয়ে তৈরি বড়ি ইত্যাদি। এইচ. জি. ওয়েলস এর 'দা এম্পায়ার অব দা আন্টস' গল্পের কিছুটা প্রভাব ধরা পড়ে এ গল্পে। এটা কিছুটা সায়েন্স ফ্যানটাসি। সত্যজিৎ রায় স্বয়ং শঙ্কুর গল্পকে সায়েন্স ফিকশন অভিহিত করেন নি, 'শঙ্কু কাহিনি' বা 'প্রোফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার' বলে অভিহিত করেছেন। এই প্রথম অ্যাডভেঞ্চার কিছুটা science fiction এর প্যারডির আকারে রচিত হলেও বর্ণনাভঙ্গির নৈপুণ্যে, অলঙ্করণের গুণে গল্পটি পাঠকের কাছে আনে আনন্দ, অ্যাডভাঞ্চার এর আস্বাদন। আর এই গল্পের আবেদনেই পরবর্তীকালে আমৃত্যু প্রোফেসর শঙ্কুর গল্প লিখে গেছেন সত্যজিৎ রায়। সম্ভবত মহাকাশে অভিযানের বর্ণনা এই গল্প ছাড়া শঙ্কুর অন্যান্য গল্পে নেই। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সত্যজিৎ রায়ের মতো প্রোফেসর শঙ্কুও হয়েছেন অমর। উভয়ের এক অনবদ্য যুগলবন্দি বিশ্বকে দিয়েছে দুই আন্তর্জাতিক বাঙালির সন্ধান, যাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সৃজনশীলতায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

গ্রন্থসূত্র :

১ *ব্যোমযাত্রীর ডায়রি, সত্যজিৎ রায় শঙ্কু সমগ্র,* আনন্দ পাবলিশার্স,২০১১

২. *সত্যজিতের ভাবনায় প্রোফেসর শঙ্কু,* সুখেন বিশ্বাস, প্রতিভাস,২০১২

৩. *সুকুমার রায় স্রষ্টা ও সৃষ্টি* :, ডসোমদত্তা ঘোষ ., অক্ষর প্রকাশনী,২০১৭

ড. সোমদত্তা ঘোষ (কর) : কলকাতা র প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহযোগী অধ্যাপক।